পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সা:)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ্ (মওউদ আ:)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১২ শ সংখ্যা

১৩ই কার্তিক ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৩ ইং ॥ ২৩ শে মহররম ১৪০৪ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৩ | ৩৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আর-রাফ (৮ম পারা, ২য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১ অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	
* হাদীস শরীফ : 'হযরত খাতমান নবীঈন (সাঃ)-এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'খোদাতায়ালার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার তাকিদ'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্মার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* সংবাদ : 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা'	সংকলন : আব্দুল জলিল মোতামেদ	২১
'সদর সাহেবের পয়গাম'	মোহতারম মাহমুদ আহমদ, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মরকাজীয়া	
'সাফল্যের সহিত দূরপ্রাচ্য সফর শেষে হুজুর (আইঃ)-এর প্রত্যাবর্তন এবং মূল্যবান বক্তব্য সমূহ'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	

তাহরীকে জদীদের চাঁদা আদায়ের নব বর্ষ শুরু হইতেছে !!

তাহরীকে-জদীদের নববর্ষ ১লা নভেম্বর হইতে শুরু হইতেছে। যাহারা এখনও ১৯৮২-৮৩ সালের ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা পরিশোধ করিতে পারেন নাই তাহারা ১০ই নভেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করিয়া অশেষ সওয়াবের উত্তরাধিকারী হউন।

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং : ১৩ই কার্তিক ১৩৯০ বাংলা : ৩০শে ইখা ১৩৬২ হিঃ শামসী

HOME LIBRARY
339 PIRERBUG
MIRPUR
DHAKA—1216
ZILLUR RAHMAN KHAN

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা ২য় রুকু

১২। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে (আদিতে অস্পষ্ট অবোধ্য আকারে) সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তারপর তোমাদিগকে (যথোপযুক্ত) আকৃতি দান করিয়াছিলাম, অতঃপর ফেরেশতাদিগকে আমরা বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমের আনুগত্য কর, ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল কিন্তু (ইবলিস্ করিল না), সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

১৩। (তিনি) বলিলেন, যখন আমি তোমাকে (সিজদা করিতে) হুকুম দিয়াছিলাম, তখন সিজদা করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল ? সে বলিল, আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ; তুমি আমাকে আগুন (-এর স্বভাব) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা মাটি (-র স্বভাব) দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ।

১৪। (আল্লাহ) বলিলেন, (যদি ইহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে) তুমি ইহা (অর্থাৎ এই জান্নাত) হইতে নামিয়া যাও, তোমার জন্য সাজে না যে তুমি এখানে অহংকার কর, সুতরাং তুমি (এখান হইতে) বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের অন্তর্গত।

১৫। সে বলিল, (হে আমার রব্ব) তুমি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবসর দাও, যেদিন তাহাদিগকে উঠানো হইবে।

১৬। (আল্লাহ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি তাহাদের অন্তর্গত যাহাদিগকে অবসর দান করা হইয়াছে।

১৭। সে বলিল, যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়া (আমার সর্বনাশ করিয়া)-ছ

অতএব, আমি নিশ্চয় তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল পথে বসিয়া থাকিব।

১৮। অতঃপর আমি নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট আসিব তাহাদের সম্মুখ হইতে, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে, তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে (তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে), এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে শুকুরগুযার পাইবে না।

১৯। (আল্লাহ) বলিলেন, তুমি এখান হইতে দূর হও, (চির) তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়; তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, (আমি তাহাদিগকে বলিতেছি,) আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।

২০। হে আদম! (আমি তোমাকে বলিতেছি,) তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে বসবাস কর, এবং তোমরা (তথায়) যদেচ্ছা (পান-)আহার কর কিন্তু এই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের নিকট যাইওনা। নতুবা তোমরা যালিমদের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাহাতে তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল উহা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং বলিল, তোমাদের রব্ব তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, তোমরা উভয়ই যেন ফেরেশতা হইয়া না যাও, অথবা চির অমর হইয়া না যাও।

২২। এবং সে কসম খাইয়া তাহাদের উভয়কে বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের হিতাকাংক্ষী।

২৩। অতঃপর সে ধোকা দিয়া উভয়ের পতন ঘটাইল প্রতারণা দ্বারা, অতঃপর যখন তাহারা (ঐ নিষিদ্ধ) বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, এবং তাহারা নিজদিগকে জান্নাতের সৌন্দর্য্যের উপকরণ সমূহের দ্বারা আবৃত করিতে লাগিল; এবং তাহাদের উভয়ের রব্ব তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে কি ইহা বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য দুশমন?

২৪। তাহারা উভয়ে বলিল, হে আমাদের রব্ব! নিশ্চয় আমরা আমাদের জানের উপর যুলুম করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।

২৫। তিনি বলিলেন, তোমরা সকলেই এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের কতক লোক কতকের দুশমন, এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই যমীনে বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।

২৬। তিনি পুনরায় বলিলেন, এই যমীনে তোমরা জীবন ধারন করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফ

হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

১। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আখলাক. তাঁহার চরিত্র কুরআন করীমের পূর্ণ প্রতিরূপ ছিল।" (মুসলিম, মাজমাউল-বেহার)

২। হযরত ইমাম হাসান বিন্ আলী (রাজি আল্লাহুতায়ালা আন্হুমা) বর্ণনা করেন, আমি আমার মামা হিন্দ্ বিন্ আবি হালা (রাঃ)-এর নিকট আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা বলার রীতি-নীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, সব সময়ই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কোন গভীর ধ্যানে মগ্ন বলিয়া মনে হইত এবং কোন চিন্তা বশতঃ কিছু অস্বস্তি যেন থাকিত। তিনি (সাঃ) অধিক সময় চুপ থাকিতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না। কথা বলিতে পরিষ্কার করিয়া বলিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা সংক্ষেপ হইলেও প্রাঞ্জল, মর্মস্পর্শী. হেকমত ভরা ও সারগর্ভ এবং পূর্ণাঙ্গীণ হইত। কোন অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতা বা জড়তা থাকিত না। কাহাকেও তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং হেয়জ্ঞান করিতেন না। অধিকন্তর শোকর-গুজারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। কোন বস্তুর এত প্রশংসাও করিতেন না, যেন উহা তাঁহার অতিরিক্ত প্রিয়। তিনি পানাহারে কোন সুস্বাদু বা বিস্বাদ বস্তুর মাত্রা ছাড়া প্রশংসা বা নিন্দা করিতেন না। সদা তিনি মধ্য-পন্থা অবলম্বী ছিলেন। কোন পার্থিব বিষয়ের কারণে তিনি রুষ্ট বা বিরক্ত হইতেন না। হকের অমর্যদায় বা আত্মসাতে তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইতেন যে. কেহ তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিত না। যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার সংশোধন হইত. তিনি স্বস্তি বোধ করিতেন না। তিনি নিজের জন্য কখনও রাগিতেন না এবং প্রতিশোধ লইতেন না। ইশারা করিতে তিনি সম্পূর্ণ হাত দিয়া করিতেন, শুধু অঙ্গুলি হেলন করিতেন না। বিস্ময় প্রকাশ করিতে তিনি হস্তকে উল্ট ইয়া দিতেন। কোন বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে. তিনি উভয় হস্তকে এভাবে একত্রিত করিতেন যে. তিনি বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ডান হাতের তালুর উপর আঘাত করিতেন। কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখিলে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইতেন। আনন্দিত হইলে তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয়কে কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধ করিয়া লইতেন। তিনি খুব বেশী হাসিলে মুচকি হাসির সীমা পর্যন্ত যাইতেন। তিনি কখনও অট্যহাস্য করিতেন না। হাঁসির সময় তাঁহার দন্তগুলি মেঘ হইতে খসিয়া পড়া শুভ্র তুষারের ন্যায় দেখাইত। (শামাইলে-তিরমিযী)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

খোদাতায়ালার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার তাকিদ ইহাই যেন তোমরা তোমাদের প্রিয় মাল তাঁহার পথে ব্যয় কর।

যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার পথে তাহার মাল ব্যয় করিবে তাহার মালে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক বরকত দান করা হইবে।

"প্রকৃত প্রস্তাবে ও সুনিশ্চিতভাবে সে ব্যক্তিই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে যে তাহার মাল ইহার পথে ব্যয় করে, ইহা সুস্পষ্ট যে তোমরা দুইটি জিনিসকে একই সঙ্গে ভালবাসিতে পার না। তোমাদের জন্য ইহা সম্ভবপর নয় যে, তোমরা একই সঙ্গে মালকেও ভাল বাসিবে এবং খোদাকেও। শুধু একটিকেই ভালবাসিতে পার। সুতরাং সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে খোদাকে ভালবাসে। এবং যদি তোমাদের মধ্যে কেহ খোদাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পথে মালের কুরবানী পেশ করে, তাহা হইলে আমি একীন (দৃঢ়বিশ্বাস) রাখি যে তাহার মালের মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী বরকত দান করা হইবে। কেননা মাল আপনা আপনি বা অবলীলাক্রমে আসে না বরং আল্লাহতায়ালার এরাদা ও ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে তাহার মালের কিছু অংশ ত্যাগ করে, সে তাহা নিশ্চয় বর্ধিতহারে ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে ভালবাসিয়া খোদাতায়ালার পথে যথোপযুক্ত খেদমত পালন করে না, সে নিশ্চয়ই তাহার মালকে হারাইবে।"

(যামিমা রিভিউ আফ রিলিজিয়নস, সেপ্টেম্বর ১৯০৬ইং)

"সর্বদা নিজেদের কথা ও কাজকে সঠিক এবং পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিবে। যেভাবে সাহাবা কেরাম (রাঃ) নিজেদের জীবন পালন করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে তোমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাইবে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নমুনা সর্বদা নিজেদের সামনে রাখিও।"

(আল-হাকাম, ৯ম খণ্ড, সংখ্যা ৩০)

"আল্লাহতায়ালার পথে মাল ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য ও তাকওয়া-পরায়ণতার স্বাক্ষর ও মানদণ্ড বিশেষ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর জীবনে লিল্লাহী ওয়াক্‌ফ (—আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ ও কোরবানী)-এর মানদণ্ড এই ছিল যে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা দ্বীনের জরুরতের কথা ব্যক্ত করিলে তিনি (আবু বকর) তাঁহার গৃহের সকল সম্পদ ও আসবাব-পত্র আনিয়া হাজির করিলেন।"

(আল-হাকাম, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৩০)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৯ই তবুক ১৩৬২ হিঃ শাঃ/৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং

আহমদীয়া মসজিদ, সিঙ্গাপুরে প্রদত্ত]

"যদি তুমি আমার হইয়া যাও, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ তোমার হইয়া যাইবে" হযরত মসীহ মওউদ আঃ)-এর উক্ত এলহামটিতে অগাধ (তত্ত্ব-পূর্ণ গভীরতা এবং আজিমুশ্বান হিকমাত সমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ইহাতে জানান হইয়াছে যে, জগতকে আপন করার সব চাইতে সহজ পদ্ধতি হইল জগতের মালিক ও ইহার অধিপতিকে আপন করিয়া নেওয়া।

যাহারা খোদাকে আপন করিয়া নেয়, খোদা-তায়ালা তাহাদিগকে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করেন, তাহাদের উপর হাত তোলার মত ক্ষমতা বা সুযোগ কেহই লাভ করিতে পারে না।

সার্বিকভাবে উক্ত বিষয়টি বুঝিয়া লওয়ার পর কোন আহমদীর পক্ষে নিজকে দুর্বল বা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া মনে করার এবং তবলীগ হইতে বিরত থাকার মত কোন ওজর-আপত্তি আর থাকিয়া যায় না।

যদি আপনারা প্রাচ্যকে জয় করিতে চান, তাহা হইলে সহজেই ইহা জয় করা যায়, তবে শর্ত মাত্র একটিই যে প্রথমে আপনারা যদি নিজেরা খোদাতায়ালার হইয়া যান।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন :

এই সফরটি যাহা আমি এখতিয়ার করিয়াছি একাধিক দৃষ্টিকোণ হইতে এক অতি গুরুত্ব পূর্ণ সফর এবং জামাতের ইতিহাসে ইহা কতকগুলি দিক দিয়া এক বিশেষ মকাম

ও মূল্যবোধও বহণ করে।

ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, একটি নূতন মহাদেশে জামাতের পক্ষ হইতে নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ ও মিশন-হাউজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। যদিও এই মহাদেশে পূর্ব হইতে স্বেচ্ছামূলকভাবে তবলীগ তথা ইসলাম প্রচারের কাজ ১৯১৩ইং হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মিশন বা প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্বে কাজ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ এই সফরটি এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। তাহা হইল এই যে, জামাতী দিক দিয়া ইতিপূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কোন খলিফার প্রাচ্য সফর করার সুযোগ ঘটে নাই। যতটুক আমার স্মরণ পড়ে, খলিফা হিসাবে কেহ পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ)-এর সফরও করেন নাই। আমার পূর্বে যিনি খলিফা ছিলেন অর্থাৎ হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ) তিনি খেলাফতের পূর্বে পূর্বপাকিস্তান গিয়াছিলেন এবং জামাতের ওফদ বা প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে আমারও কয়েকবার সেখানে যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে, কিন্তু খলিফাতুল মসীহ হিসাবে, আমার ধারণা, ইতিপূর্বে না তো পূর্ব পাকিস্তান এবং না শ্রীলংকা, বরং ঐ দিকটিতেই কোন খলিফার সফর করার সুযোগ ঘটে নাই। সেজন্য আমি আনন্দিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালার তকদীর প্রাচ্যের জন্য ইসলামের নবতর উন্নতি সমূহের দুয়ার উদ্ঘাটিত করার ফয়সালা অনুমোদন করিয়াছে এবং সেই দিক দিয়া হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ভবিষ্যদ্বানী —'সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে'—ইহা আরও একটি রঙে পূর্ণ হইতেছে। কেননা দূরপ্রাচ্যের যতগুলি দেশ রহিয়াছে সেগুলির উপর প্রতীচ্যের (রুহানী) সূর্য আহমদীয়তের দ্বারা উদিত হইবে। কিন্তু এই সফরে একটি অভাব অনুভূত হইতেছে। আর উহা হইল আমাদের ইণ্ডোনেশিয়া যাইতে না পারা। কেননা ইতিপূর্বে যখনই খলিফাগণের প্রাচ্যে বা দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার কথা হইয়াছে তখন সর্বদা সবচেয় প্রকট ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে দেশটি সামনে আসিয়াছে তাহা ইণ্ডোনেশিয়াই ছিল। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাঁহার অপার ফজল ও করমে কোন কোন আহমদীকে এরূপ রো'ইয়া দেখাইয়াছেন যেগুলি হইতে জানা যায় যে, ইণ্ডোনেশিয়া যাইতে না পারা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং পূর্ব হইতেই ইলাহী তকদীরে তাহা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইহার কোন কুফল ঘটিবে না। বরং ঐ সকল ঐশী সংবাদে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহতায়ালা এই ঘটনাটিতেও বরকত দান করিবেন এবং ইণ্ডোনেশিয়ার জন্যও উন্নতির বহুবিধ উপকরণ সৃষ্টি করিবেন।

যখন আমরা ইণ্ডোনেশিয়া সফর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন শুরুতে উক্ত বিষয়টি জামাতের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই বরং তাহরীকে-জদীদের যে কয়েকজন ওহুদাদার এই সফরটির ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন, শুধু তাঁহাদিগকেই জানান হইয়াছিল কিন্তু আল্লাহতায়ালা দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে, যাহারা এই সফর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন

—স্বপ্নযোগে এই সফর সম্বন্ধে জ্ঞাত করান হয়। তাঁহাদের একজন আমাদের খান্দান বা পরিবারের সহিতই সম্পর্ক রাখেন। বড়ই আশ্চর্য্যের প্রকাশ সম্বলিত তাঁহার একটি পত্র আমি পাইলাম। উহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যাহাতে তাঁহার এই ধারণার উদয় হইয়াছে যে আমি ইণ্ডোনেশিয়া যাওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছি কি না। তাঁহার স্বপ্নটি ছিল এই যে, আমি ইণ্ডোনেশিয়ার বাহিরে আছি কিন্তু তৎনিকটবর্তী কোন এক স্থানে বসিয়া আছি এবং ইণ্ডোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে তবলীগে-ইসলামের স্কীম তৈরী করিতেছি। এবং এই তবলীগি স্কীম রচনায় নিয়োজিত অবস্থায় আমাকে তো তিনি জানিতেন কিন্তু বাকী অপরাপর বন্ধুদিগকে তিনি চিনিতে পারেন নাই যে তাঁহারা কে, কিন্তু এমন একটি কক্ষ বা কামরা আছে, যেখানে আমি ছাড়া আরও কয়েক জন ব্যক্তি উপবিষ্ট আছেন এবং আমরা গভীর মনোনিবেশে ইণ্ডোনেশিয়াকে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্যে বিরাটাকারে জয় করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছি।

এই স্বপ্নটি অত্যাশ্চর্যজনকরূপে পূর্ণ হইল কেননা তাঁহার সেই পত্র পাওয়ার পূর্বেই আমাদিগকে জ্ঞাত করানো হইয়াছিল যে, আমাদিগকে ইণ্ডোনেশিয়া যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং (ইহার প্রেক্ষিতে) এই ফয়সালা বা সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছিল যে, ইন-শাআল্লাহ সিঙ্গাপুরে ইণ্ডোনেশিয়ার বন্ধুদের ডাকিয়া আনিয়া সেখানে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ পূর্বক ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম রচিত হইবে। সেজন্য আমি মনে করি যে, আল্লাহতায়ালার তক-দীরে ইণ্ডোনেশিয়াকেও এই সফরের সুফল ও কল্যানাদির যতদূর সম্পর্ক—উহাতে শামিল করিয়া নেওয়া হইয়াছে। অবিকল অনুরূপ মজমুন সম্বলিত স্বপ্ন আল্লাহতায়ালা এমন আর একজন বন্ধুকে দেখাইয়াছেন, যিনি আমাদের খান্দানের সহিত তো সম্পৃক্ত নহেন এবং সাধা-রণভাবে জামাতেও তিনি কোন একজন পরিচিত ব্যক্তি নন—তিনি একটি গ্রামের অধিবাসী —ইণ্ডোনেশিয়ার দিকে তাঁহার ধারণাও যাইতে পারে না এবং ইণ্ডোনেশিয়া যাওয়ার প্রোগ্রাম হইতে পারে এবং সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইতে না পারে সে সম্বন্ধেও তাহার কোন ধারণা থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই সফরের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বিষয় আমি আপনাদের সম্মুখে রাখিতে চাই। এগুলি হইল ঐ সকল অঞ্চল যেগুলি কোন কোন দিক দিয়া অত্যন্ত হতভাগা। কেননা যদিও এককালে ইসলামের একদঞ্চলে বিস্তার লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্তু কয়েক শত বৎসর যাবৎ ইতিহাস তৈরী হইতেছে এই ধারায় যে, বৌদ্ধরা খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিতেছে কিন্তু ইসলামের দিকে তাহারা ঝুঁকিতেছে না। তেমনিভাবে কনফিউশাস-এর মান্যকারীগণের এবং তাও-ইজমের অনুসারীদের মনোযোগও যদিও খ্রীষ্ট-ধর্মের দিক নিবদ্ধ হইতেছে কিন্তু ইসলামের দিকে তাহারা ব্যাপক আকারে মনোযোগী হইতে শুরু করে নাই। তবে বিগত কয়েকটি বৎসর যাবৎ উক্ত প্রক্রিয়ায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু তাহাও কতকগুলি দিক দিয়া ততটা আনন্দদায়ক নয় যতটা ইহা কতকগুলি ভয়াবহ দিক বহণ করে। এবং

এই উভয় ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহ অর্থাৎ সর্বপ্রথম এই সকল জাতির খ্রীষ্ট-ধর্মের দিকে মনোযোগী হওয়া এবং বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাদের ইসলামে উৎসুক হওয়া মৌলিক রূপে একই মনসতাত্বিক কারণ প্রকাশ করিতেছে। সেই কারণটি হইল এই যে, খৃষ্ট-ধর্মেও তাহাদের উৎসাহ প্রকৃত পক্ষে বস্তুবাদীতায় ঔৎসুক্যেরই ফলশ্রুতি ছিল এবং খ্রীষ্টধর্মকে তাহারা একটা বিরাট শক্তিশালী জাতি হিসাবে লক্ষ্য করিয়াছে, যাহার সহিত তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন জড়িত হইতে পারিতো এবং ইহাতে তাহাদের উপকার লাভ হইতে পারিত। সেজন্য বস্তুতঃপক্ষে তাহারা কোন ধর্ম গ্রহণ করে নাই বরং একটি বিত্তশালী রাজনৈতিক জাতির প্রভাবকে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সেই একই দুনিয়াদারীর মতি বা ভাবপ্রবণতা এখন তাহাদিগকে ইসলামে উৎসুক হওয়াতে বাধ্য করিতেছে। কেননা তৈলসম্পদ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি মধ্য-প্রাচ্যের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং ইহার দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য এরূপ কতকগুলি জাতি মনোযোগী হইতেছে যাহারা প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদ প্রিয়। কেননা তাহাদের সাবেক ধর্মাগুলিও তাহাদিগকে খোদাতায়ালা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা দান করে নাই। সুতরাং কয়েক বৎসর পূর্বে জাপানের মুসলিম এ্যাসোসিয়েশানের কোন কোন কর্মকর্তার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে—তাহাদের সহিত কথাবার্তা চলাকালীন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া আমার সামনে আসে যে, ইসলামের চাইতে বরং যে এলাকাটি মুসলমানদের দখলে আছে এবং যেখানে তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে সেটাতেই তাহাদের আকর্ষণ বা ঔৎসুক্য বেশী। সুতরাং এই সকল লোক শুধু নাম পরিবর্তন করিয়াছেন এবং ইসলামকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা ব্যতিরেকেই তাহারা নিজেরা মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

যে আশঙ্কাটি আমি চিহ্নিত করিয়াছিলাম যাহাতে উপকারের চাইতে বিপদের ঝুঁকি ও ক্ষতির মাত্রা বেশী দেখা যায় তাহা হইল এই যে, তাহারা যেহেতু ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করেন নাই সেইহেতু মুসলমান বলিয়া আখ্যাত হওয়া সত্বেও তাহারা ইসলাম-ধর্মের ক্ষতি ঘটাইবার কারণ হইতে পারেন। সুতরাং ইহার দুইটি প্রমাণ আমি ঐ জাপানী মুসলমানদের সহিত কথপোকথনের মধ্য দিয়া পাইয়াছি। তাহারা আমাকে জানাইলেন যে ইসলামে যে শরাব বা মদ হারাম তাহা জাপানের অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী হারাম নয়। সেজন্য মুসলিম এ্যাসোসিয়েশান যথারীতি ফতোয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানে মুসলমানদের জন্য মদ্যপান জায়েয, কেননা যে সকল অবস্থায় উহা নিষিদ্ধ সে সকল অবস্থা জাপানের উপর প্রযোজ্য হয় না, তেমনি শুকর খাওয়াও জাপানের মুসলমানদের জন্য জায়েয, কেননা ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জন্তু, ইহাকে ভালভাবে হেফাজতের সহিত পালার পর জবাই করা হয়; অতএব, জাপানী অবস্থাবলীতে মদও হালাল হইয়া গেল এবং শুকরের মাংসও হালাল হইয়া দাঁড়াইল। তেমনি ধারায় অন্যান্য ইসলামী আহকামের ক্ষেত্রেও তাহাদের হস্তক্ষেপ করাটাও অকল্পনীয় বা অসম্ভব কিছুই নয়। বরং ইবাদত সমূহের ক্ষেত্রে তাহারা

কার্যতঃ এরূপই মনে করেন যে, কদাচিৎ সখ করিয়া যদি এক-আধ খানা নামাজ পড়িয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাই যথেষ্ট। আর রইল রোজার ব্যাপার, সে সম্পর্কে আমি যখন ঐ শ্রেণীর মুসলমানদের নিকট সন্ধান নিলাম তখন তাহারা জানাইলেন যে তাহারা এক-আধটা রোজা রাখিয়া থাকেন এবং তাহাদের মতে তার চাইতে বেশী রোজা এই জামানায় রাখা যাইতে পারে না। অতএব, মোটের উপর যে ধরণের ইসলাম গ্রহণ করা হইতেছে, উহা যেন না শুধু বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া ফেলে বরং বিভিন্ন যুগের প্রতি ইহা পৃথক পৃথক আচরণ পেশ করিয়া থাকে।

সুতরাং যদিও খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করার এবং ইসলাম কবুল করার পিছনে বুনিয়াদী কারণ স্পষ্টতঃ অভিন্ন বলিয়াই দেখা যায়, তথাপি খ্রীষ্টধর্মের পক্ষে কোন আশংকা নাই, কিন্তু ইসলামের জন্য আশংকা আছে। খ্রীষ্ট-ধর্মের পক্ষে এজন্য আশংকা নাই যে, খৃষ্টধর্ম তো যতটুক বিকৃত হইতে পারিত, ততটুক পূর্বেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। উহাতে যদি কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয় তাহাতে হয়তো উহা কিছুটা বরং সংশোধিত হয়; উহাতে উহা অধিকতর বিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং বিগত একটি শতাব্দী এ বাস্তব সত্যই স্পষ্টতঃ তুলিয়া ধরিয়াছে যে, খৃষ্টধর্মে বর্তমান যুগ সংঘটিত পরিবর্তন সমূহ খ্রীষ্টধর্মের চেহারা-মোহরা বা অবয়বকে পূর্বেকার চাইতে কিছুটা ভাল রূপই দিয়াছে; বিকৃত করে নাই। যেমন, তালাকের বিষয়টিতে খ্রীষ্ট-জগৎ তালাকের অনুমতি দিবে তাহা আজ হইতে কয়েকশত বৎসর পূর্বে তো কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ছিল। তেমনিভাবে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য যদি অনুমতি না দেয় তাহা হইল ইসলাম অন্তঃসত্তাকে (গর্ভস্থ শিশুকে) বিনষ্ট হইতে দেওয়ার অনুমতি দেয়, কেননা মায়ের জীবন শিশুর জীবনাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু খ্রীষ্টানরা ইহা সামর্থন করিতেন না! বিগত দুই/এক শত বৎসরের মধ্যে এই সুস্পষ্ট পরিবর্তনটিও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এখন খ্রীষ্ট-জগৎ ইহা বৈধ বলিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; দুই একটি দেশ ব্যতীত বাদবাকী সকল খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন দেশের খৃষ্টানগণ ইহাকে বৈধ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে শুরু করিয়াছে।

অতএব, একটি ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষ ও অর্ধমৃত ধর্মের মধ্যে যদি বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহা হইলে সেগুলিতে উহার উপকারই হইয়া থাকে, উহার অধিকতর মৃত্যুর কোন আশংকা ঘটায় না। বস্তুতঃ কোন জীবিত ও প্রাণবন্ত ধর্ম উহাতে কোনরূপ পরিবর্তন সহিতে বা বহণ করিয়া নিতে পারে না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্মের পক্ষে উহাতে শুধু যে কোন ক্ষতির আশংকা নাই বরং দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে উহার উপকার সাধিত হইয়াছে। কারণ ইহার অনুসারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিছক পার্থিব। বর্তমান খৃষ্টজগৎ যেখানেই তাহাদের ধর্ম প্রচার কাজ চালাইতেছে, সেখানেই উহার পিছনে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিস্তার দেওয়া এবং বিলিষ্ঠভাবে সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা—এই দুইটি মৌলিক উদ্দেশ্যই সক্রিয় রহিয়াছে। আর এ উভয়

উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্মের কোন কিছুর কোরবানী না দিয়াই হাসিল হইয়া যায়। কিন্তু ইসলামের তো কোন রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে উদ্বেগ ও অভিলাস নাই ; উহা তো মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেই উদ্বেগ ও অনুরাগ রাখে এবং খোদাতায়ালার সহিত বান্দার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনেই আগ্রহী। সেজন্য যে সকল জাতির মধ্যে ইসলাম প্রবেশ লাভ করিবার পর তাহারা আবার ইসলামকেই বিকৃত করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাদের নেগ্রাণী ও তত্বাবধানের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না যায়—এরূপ জাতিগুলির মধ্যে ইসলামের প্রবেশ ও বিস্তারলাভ একটা ক্ষতিকর সওদা বৈ আর কিছুই নয়। ইহাতে ইসলামের উপকার সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং ইসলামের প্রতি আমাদের সত্যিকার মহব্বত ও ভালবাসা রহিয়াছে, সেজন্য কোথায়ও ঐরূপে ইসলামের যাত্রা আমারদের নিকট পছন্দনীয় নয়, যেখানে তাহার হাত নাউযুবিল্লাহ তাগুতী (খোদাদ্রোহী) শক্তিসমূহ ধরিয়া চালায় এবং কতিপয় অনৈস্লামিক মূল্যবোধ সমভিব্যাহারে উহা কোন দেশে প্রবেশ করে।

সুতরাং এই দিক দিয়া আহমদীয়তের জিম্মাদারী ও দায়িত্বাবলী পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যায়। নামধারী ইসলামে আমাদের কোন উদ্বেগ-অভিলাস নাই। হকীকাতে ইসলামেই, উহার প্রকৃত সত্য ও যথার্থ স্বরূপেই রহিয়াছে আমাদের আগ্রহ-উদ্বেগ। নুতন নুতন জাতিতে আমাদেরকে ইসলাম পৌছাইতে হইবে—শুধু তাহাই নয় বরং যাহারা ইসলামের ভ্রান্ত স্বরূপ ও ভুল ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করিতেছে অথবা যাহারা ইসলামে বিকার সৃষ্টি করাতে কোন সংকোচ বোধ করে না এবং ইহা হইতে তাহাদের হাতকে কেহই রোধ করিতেছে না, ঐ সকল লোকদিগের ইসলাহ বা সংশোধন করাও এখন জামাত আহমদীয়ারই দায়িত্ব। ইহা এত বড় কাজ যে ইহার মোকাবিলায় বাহ্যিক সামর্থ্য বা সংগতি আমাদের নাই বলিলেই চলে। যদি নিছক জাগতিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যায় তাহা হইলে মোটেই জামাতে আহমদীয়ার সেই শক্তি নাই যাহাতে তাহারা এই বিরাট কার্য সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার একটি অতি সহজ পন্থা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। উহা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত প্রিয় ও আদরনীয় এবং অতীব মনোরম পন্থা, যাহাতে কোন কষ্ট ও কাঠিন্য নাই বরং আছে শুধু আনন্দ, সুখ এবং সুস্বাদ।

পরশু করাচীতে একজন গয়র-আহমদী বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে আমি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পাঞ্জাবী ভাষায় একটি এলহাম বর্ণনা করিয়াছিলাম। সেই এলহামটিতে যে কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমি আপনাদের সামনে বিশদরূপে পেশ করিতে চাই। এলহামটি কবিতার একটি পংক্তিতে বিধৃত :

جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

—["যদি তুমি আমার (আপন) হইয়া যাও তাহা হইলে সারা জগৎ তোমার (আপন) হইয়া যাইবে।"]

সুতরাং দুনিয়াকে আপন করিবার দুইটি পন্থা আছে। একটি হইলে এই যে সরাসরি দুনিয়ার পশ্চাৎধাবণে তৎপর হওয়া এবং এই উপায়ে দুনিয়াকে আপন করা। ইহা অত্যন্ত কঠিন, দুষ্কর ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড। সারা জগতের পিছনে লাগিয়া উহাকে আপনার করিতে সামর্থ্য বান হওয়া একটি ক্ষুদ্র জামাতের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বস্তুতঃ ইহার সব চাইতে সহজ পন্থা হইল দুনিয়ার যিনি মালেক তাঁহাকে আপন করিয়া নেওয়া। তিনি মাত্র একজনই এবং তাঁহার সহিত যোগ-সম্পর্ক স্থাপন করা প্রতিটি বান্দার সাধ্যের অন্তর্গত এবং সম্ভব-পর। সুতরাং আল্লাহতায়ালা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর যখন আজিকার যুগে সমগ্র জগতকে খোদাতায়ালার নামে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহের গোলামীতে একত্রিত করার এত বিরাট জিম্মাদারী ও দায়িত্বভার ন্যাস্ত করিয়াছেন, তখন দৃশ্যতঃ ইহা একটি অসম্ভব কাজ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র একটি পংক্তির মধ্যে ইহার সমাধানও ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে এ পন্থায় এই কাজটি কর। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, যেখানেই আহমদীরা মওজুদ আছেন—তাঁহারা ইণ্ডোনেশিয়ার হউন বা সিঙ্গাপুরের হউন, বার্মার হউন, কিম্বা মালয়নেশিয়ার, বা জাপানেরই হউন অথবা চীনদেশের হউন—তাহাদের মধ্যকার প্রতিটি আহমদীই যেন আল্লাহ-তায়ালার আপন হওয়ার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ কর। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহতায়ালার আপন হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত—যতদূর তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন—দুনিয়াকে তাঁহার উদ্দেশ্যে ইসলামের দিকে আনয়ন করার সামর্থ্য তাহাতে আসিতে পারে না। ইহা এরূপ একটি আজিমুশ্বান এলহাম (ঐশী-কালাম) এবং ইহাতে এত (তত্ত্বপূর্ণ) গভীরতা বিদ্যমান এবং এরূপ আজিমুশ্বান হিকমাত ও কল্যাণজনক বিষয়াবলী সন্নিবেশিত রহিয়াছে যে মানুষ ইহার উপর যত গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করিতে থাকে তত অধিক সুখ ও আনন্দ তাহার চিত্তে সে উপভোগ করিয়া চলিয়া যায় এবং আল্লাহতায়ালার হুজুরে তাহার আত্মা ঝুঁকিতে থাকে। ইহাতে আমল বা কর্ম-প্রয়াসে কোন বাধা দান করা হয় নাই। সমগ্র জগৎকে নিজের দিকে আকর্ষিত করিয়া আনয়নেও নিষেধ করা হয় নাই। বরং দুনিয়াকে আকৃষ্ট করিয়া আনয়নকেই অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। শুধু কর্মপন্থার নির্দেশ দান করিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমরা যদি বিশ্বকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে চাও, তবে ইহার জন্য প্রথমে তোমরা খোদার হইয়া যাও। ইহা ব্যতিরেকে তোমরা জগতকে লাভ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ এলহামটিতে এমন কোন সন্ন্যাসবাদমূলক শিক্ষার আভাস নাই যাহাতে দুনিয়ার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া মানুষ শুধু খোদার হইয়া পড়ে এবং আমলবিহীন জীবনের শিকারে পরিণত হয়, আর এমনি ধারায় মনে করে, সে যেন সবকিছু লাভ করিয়া ফেলিয়াছে। বরং মুমেনের (জীবনের) এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটির প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে যে সে একজন মুজাহিদের জীবন ধারণ করিয়া থাকে এবং পরিশেষে তাহাকে সমগ্র জগতকে ইসলামের জন্য জয় করিতে হইবে, আর ইহাই হইল তাহার জীবনের স্থীর লক্ষ্য। এই এলহামটিতে শুধু কর্ম-পদ্ধতি নির্দেশ করা হইয়াছে যে, খোদাতায়ালার দিকে ধাবিত হওয়া ব্যতিরেকে, খোদাতায়ালাকে

আপন করিয়া লওয়া ব্যতিরেকে যদি তোমরা দুনিয়ার পিছনে ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে দুনিয়া কখনও তোমাদের হইবে না। বরং তাহাতে আশংকা আছে যে তোমরা (হয়ত) আল্লাহর (আপন) হইয়া অবস্থান করিতে না পার, বরং সর্বস্ব দুনিয়ারই হইয়া থাকিয়া যাও। সুতরাং এই এলহামটিতে প্রকৃত পক্ষে কুরআন করীমের একটি আয়াতের দিকে ইশারা বিদ্যমান আছে, যে আয়াতটিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ অভিব্যক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহার তবলীগ ও প্রচার পদ্ধতি বিশদভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে—অর্থাৎ তিনি যে (শ্রেষ্ঠ) মুজাহিদে পরিণত হইলেন এবং সমগ্র জগতকে আল্লাহর দিকে আনয়নের উদ্দেশ্যে তিনি যে এক সংগ্রাম ও অভিযান শুরু করিয়াছিলেন উহার পূর্বে প্রথমে তিনি কি (কাজটি) করিয়াছিলেন। সে আয়াতটি হইল :

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى (النجم ايت ৭—১০)

[—'তিনি (আল্লাহর) নিকটবর্তী হইলেন, তারপর (মানুষের দিকে) নামিলেন, ফলে তিনি দুইটি ধনুকের পরস্পর মিলনের রূপধারণ করিলেন বরং তদপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট।' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর লক্ষ্য ও কর্মফল এক ও অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইল। —অনুবাদক]

এই মজমুনটি খোদাতায়ালা আর এক স্থানেও খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমে আমি উক্ত আয়াতের বিষয়টির সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া দিতে চাই।

আল্লাহতায়ালা বলেন যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ادنى—তাঁহার রব্বের নিকটবর্তী হইলেন (তাঁহার পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করিলেন) এবং নিকটে গিয়া সেখানেই থাকিয়া গেলেন না। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর আদর্শ ও উৎকৃষ্ট চরিত্র সংক্রান্ত দুইটি বিষয় এখানে প্রকটরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি খোদাতায়ালার প্রেম বন্ধনের পথ অবলম্বন করেন এবং খোদার নৈকট্য পাওয়া ব্যতিরেকে তিনি দুনিয়ার দিকে মনোযোগী হন নাই। তারপর, যখন তিনি খোদাতায়ালাকে পাইয়া গেলেন, তখন স্বার্থপরতা দেখান নাই। ইহা চিন্তা করেন নাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য তো পুরা হইয়াছে, এখন দুনিয়া যাক জাহান্নামে, উহার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটুক গিয়া, তিনি তো তাঁহার রব্বকে পাইয়াছেন। বরং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন—فتدلى অতঃপর তিনি তাহাদের দিকে ঝুঁকিলেন ইহা বলিবার জন্য যে, 'আমি কত মহান ও আজিমুশ্বান সম্পদ লাভ করিয়াছি! তোমরাও ইহাতে শরীক হইয়া যাও।'

উক্ত মজমুনটি আল্লাহ্তায়া খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সুরা জোহাতে :

ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى (ايت ৭-৮)

ইহার অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এমতাবস্থায় প্রাপ্ত হন যে, খোদার তালাশে তিনি আত্মহারা ছিলেন। ضال-এর অর্থ 'গোমরাহ বা পথভ্রান্ত' নয়, বরং ইহার অর্থ হইল মানুষ কোন জিনিসের মহব্বত

ও তালাশে নিজেকে সম্পুর্ণ ভুলিয়া যায় বা হারাইয়া ফেলে অর্থাৎ দুনিয়া এবং উহার যাবতীয় বিষয়ে বেখবর ও অচেতন হইয়া পড়ে এবং এই ভাবাবেশ ও জযবা তাহার উপর এতবেশী প্রাধন্য বিস্তার করে যে অন্য কোন কিছুর বিষয়ে তাহার আর হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খোদাতায়ালা বলেন, (হে মোহাম্মদ!) তুমি তো আমাকে তালাশ করিয়াছ, তুমি আমার মহব্বত ও অন্বেষায় আত্মহারা ছিলে। যখন আমি তোমার কাম্য তোমাকে প্রদান করিলাম. তোমার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিলাম—আমাকে তুমি প্রাপ্ত হইলে, তোমাকে আমার পানে হেদায়াত (পথের নির্ভুল নির্দেশনা) দান করিয়া দিলাম, তখন তোমাকে দেখিতেছি যে তুমি তো এক বিরাট পরিবার-পরিজন সম্বলিত ব্যক্তি! কাজেই তুমি তো প্রার্থনার বিষয়টিকে ছড়াইয়া দিয়াছ সমগ্র মানবজাতির লক্ষ্যে এবং বলিতেছ, হে খোদা! আমি তো একা নই এবং আমি শুধু একা অনুগৃহীত হইয়া সন্তুষ্টও হইতে পারিব না। আমি তো সকলের তথা বিশ্ব-মানবের এবং আমি একজন অতি বিশাল পরিবার-পরিজন সম্বলিত ব্যক্তি বিশ্ব-জগৎ জোড়া সকলের ও সকল কিছুর পক্ষে ও উদ্দেশ্যে মাগিতে আসিয়াছি।' তারপর, খোদাতায়ালা তাহার সহিত আশ্চর্যজনক ব্যবহার করিলেন। খোদাতায়ালা তাহাকে বলিলেন, হে মোহাম্মদ। তুমি তো একজন বান্দাহ্ হইয়া তোমার দেল ও অন্তর এত উদার ও প্রশস্ত যে তোমাকে দেওয়া আমার এই নেয়ামতে তুমি তোমার সকল ভ্রাতাকে, সকল যুগের সকল মানুষকে শরীক করিতে চাও। তাহা হইলে আমি খালেক ও মালেক, সর্বস্রষ্টা ও বিশ্বপতি হইয়া তোমার চাইতে পশ্চাদপস্থত থাকিতে পারি কিরূপে ?! فاغنى — অত:পর, খোদাতায়ালা এমন প্রাচুর্যশালী করিয়া দিলেন যে অন্য কোন শিক্ষার মুখাপেক্ষী আর হইতে দিলেন না, অন্য কোন নেয়ামতের মোহতাজ হইতে দিলেন না এবং বলিলেন 'আমরা তোমাকে 'কওসার (প্রতিটি কল্যাণের প্রাচুর্য) দান করিলাম। এরূপ ভাণ্ডারসমুহ প্রদান করিব যেগুলি মানব মণ্ডলীর মধ্যে কিয়ামতকাল ব্যাপী বিতরণ করিতে থাকিলেও নি:শেষিত হইবে।

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আ:)-এর উল্লিখিত এলহামটিতে এ মজমূনের দিকেই ইশারা রহিয়াছে যে তোমরাও সমগ্র জগতের সকল প্রয়োজন মিটানোর জন্য অভ্যুথিত হইয়াছ। কিন্তু প্রথমে তোমরা খোদার হইবে, তারপরেই জগৎ তোমাদের হইবে। কেননা তোমরা খোদার আপন হওয়া ব্যতিরেকে সম্পুর্ণ রিক্তহস্ত ও কপর্দকশুন্য অবস্থায় থাকিবে। জগৎ অনর্থক তো কাহারো প্রতি মনোযোগী হয় না। এক্ষণই আমি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছিলাম, বস্তুবাদী জাতিবর্গ ঐ সকল লোকদিগকে বাস্তব কিছু একটা দিয়াছে। তাহাদের নিকট অর্থ ও সম্পদ আছে, তাহাদের কাছে পার্থিব শক্তি ও ক্ষমতা আছে। সেজন্য মানুষ তাহাদের দিকে ধাবিত হয়। অতএব খোদাতায়ালা বলেন যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জ্ঞাত ছিলেন এ বিষয়টি, তিনি জানিতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট সম্পদ বিদ্যমান না থাকিবে, কিরূপে আমি জগতকে আহ্বান করিব ?

সুতরাং সেই দৌলত ও সম্পদ তিনি তাঁহার রব্বের নিকট হইতে লাভ করেন এবং খোদাতায়ালা যখন তাঁহাকে এতই অগাধ রূপে প্রাচুর্যশালী করিয়াছেন যে তাঁহার নিজের জামানার মানুষদিগকেই দান করেন নাই বরং সকল যুগের সকল মানুষকে দান করিতে থাকিলেও সেই সম্পদের অবসান ঘটিবে না। তারপরেই কিনা তিনি জগতকে আহ্বান জানাইতে বাহির হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মোকাবিলাও বিশ্বের বহু বড় বড় জাতির সহিত, এবং ঐ সকল জাতি কিছুটা লোভ, কিছুটা সালসার বশবর্তী করিয়া জগতকে নিজে-দের দিকে আহ্বান জানাইতেছে এবং সেগুলি হইল পার্থিব সম্পদ যাহা তাহারা দেয়। ইহার মোকাবিলায় একটি মাত্র জিনিস আছে, যে জিনিসটিতে আপনাদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। আর তাহা হইল এই যে, আপনারা যেন বস্তুতঃপক্ষে এবং সত্যকার-ভাবে খোদাতায়ালার হইয়া যান এবং খোদাতায়ালা সকল কিছুকেই পরিণামে আপনাদের আপন করিয়া দেন। তাহা হইলে দুনিয়ার কোন জাতিই আপনাদের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইবে না। এবং এই যে প্রাচুর্য যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে দান করা হয় উহার সূচনা ঘটিয়া থাকে ধর্মীয় দৌলতের দ্বারা, এবং খোদাকে পাওয়াই অভীষ্ট লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং খোদা-প্রাপ্তি-সম্পন্ন বান্দারা অসীম সাহস বলে ও অমিত বিক্রমে এবং প্রবল শক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন, "আমরা খোদাতায়ালার বান্দা, খোদা আমাদের সহিত আছেন। সেজন্য যাহার দ্বীন চাই, সেও এদিকে আসুক, আর যাহার দুনিয়া চাই, সেও এদিকে আসুক। কেননা তাহারও ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কেননা আমরা খোদাতায়ালার নোমায়েন্দা ও প্রতিনিধি হিসাবে নিরূপিত হইয়াছি।" কিন্তু এই ঘোষণা সত্বেও যে, এখন খোদাও এখানেই হাসিল হইবেন এবং খোদাতায়ালার বানানো শক্তিগুলিও তথা প্রত্যেক প্রকারের জিনিস একমাত্র এখানেই হাসিল হইবে—ইহা সত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালা এই পথে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও পরিক্রিয়া নির্ধারণ করিয়ছেন, যাহাতে খোদাতায়ালার ফজল ও কৃপা আহরণকারী যাহারা, তাহারা তো প্রবেশ করিতে পারুক, আর যাহারা নিছক পার্থিব লালসার বশবর্তী হইয়া প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হউক। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা শর্ত আরোপ করিয়াছেন এই যে, প্রথমে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল হাসিল কর, ইহার পরে দুনিয়া আসিবে। এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে পাওয়ার শর্ত হইল এই যে, দুনিয়া বা জাগতিক সম্পদ যাহা তোমাদের হাসিল আছে, তাহাও খোদার খাতিরে অকাতরে দান করিয়া দাও, তারপরেই খোদাতায়ালাকে পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতিরেকে সওদা হইতে পারে না। যখন এই ঘোষণাটি দেওয়া হইতে থাকে যে যাহা হাতে আছে তাহা দিয়া দাও, তারপর আমরা ওয়াদা করিতেছি যে তোমাদিগকে পরে বহুলাকারে অনেক কিছু দেওয়া হইবে, তখন শুধু ঐ ব্যক্তিই প্রবেশ করিতে পারে যাহার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকিবে যে, প্রতীজ্ঞাকারী মওজুদ আছেন ও সর্বপ্রদাতাও বিদ্যমান আছেন। অন্যথা, গায়েব বা অদৃশ্যের উপর যাহার কোন ঈমান নাই অথবা এমন কোন অস্তিত্বের উপর যাহার ঈমান নাই, যাঁহাকে সে চক্ষুদ্বয়ের দ্বারা

দেখিতে পাইতেছেন না, সে (তাহার অবিশ্বাস অনুযায়ী) তাঁহার 'হেয়ালী' ওয়াদার ভিত্তির উপর তাহার নিজের হাতে লব্ধ দুনিয়াকে বিসর্জন দিতে পারে কিরূপে ?! এরূপ দুনিয়াদার বা বস্তুবাদী জাতিবর্গের প্রবাদ বাক্য তো খোদাতায়ালা ও তাঁহার গায়েবে (অদৃশ্য বিষয়াবলীতে) বিশ্বাসী জাতিদের প্রবাদ বাক্যের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর হইয়া থাকে। এই সকল লোক তো বলিয়া থাকে : **A bird in hand is better than two in a bush** পক্ষান্তরে খোদা-ওয়ালারা ঘোষণা করিয়া থাকে :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة

(التوبة : ١١١)

অর্থাৎ—হে দুনিয়াদার ও বস্তুবাদী ব্যক্তি ও জাতিবর্গ! তোমরা তো দুইটি পাখির সহিত একটি পাখির বিনিময়কেও গ্রহণ করিয়া নিতে পারিলে না। যদি উহা দীর্ঘমেয়াদী দুরপাল্লার ওয়াদা হইয়া থাকে তাহা হইলে তো আরও মুসকিল! কিন্তু এই সকল (আল্লাহ্-ওয়ালা) লোকদের অবস্থা ও তাহাদের ঈমান এতই উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত যে, ইহারা ইহাদের প্রাণও উৎসর্গ করিয়া দেয়, ইহারা ইহাদের মালও পেশ করিয়া দেয় সেই জান্নাতের বিনিময়ে যাহা দাতার ন্যায় স্বয়ং গায়েব তথা অদৃশ্যের অন্তরালে অবস্থিত। ইহার দ্বারাই আপনারা অনুমান ও আঁচ করুন যে, এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কি আজিমুশ্বান ও কত প্রকাণ্ড কর্মশক্তির সঞ্চার ঘটিয়া যায়! তাহারা খোদাতায়ালার রেজামন্দী লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জান এবং নিজেদের মাল এজন্য বিলাইয়া দেয় যে মৃত্যুর পরপারে তাহারা কিছু পাইবে। এই দুনিয়াতে যে সকল নেয়ামত তাহাদের সামনে উপস্থিত থাকে এবং যে সকল বিজয় তাহাদের সামনে আসিতে থাকে, সেগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে তো তাহাদের কর্ম-উদ্দীপনার কোন ইয়োত্তাই থাকে না, তখন তো অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রভূত কর্ম-উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটিয়া যায়। বস্তুবাদী সংসারাসক্ত ব্যক্তিরা যেন আগাইয়া না আসে বরং প্রকৃতপক্ষে যাহারা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখে এবং তাঁহাতেই বিলীন, কেবল তাহারাই যেন সম্মুখে আগাইয়া আসে; এবং এমনিধারায় একটি আজিমুশ্বান, জীবিত জাতির উদ্ভব ঘটে। সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা এই শর্তটি রাখিয়া দিয়াছেন যে, যাহা কিছুই আমরা তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিব উহা তো হইবে উপস্থিত যাহা তোমরা দেখিতে পাইবে কিন্তু যাহা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব তাহা ওয়াদা সাপেক্ষ হইবে এবং উপস্থিত দেখিতে পাইবে না। সুতরাং এইরূপ পথে শুধু ঐ সকল লোকই চলিতে পারিবে, গায়েবের উপর যাহাদের ঈমান থাকে এবং যাহাদের প্রথম ও শেষ, প্রধান ও চূড়ান্ত—শতকরা একশত ভাগ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া থাকে একমাত্র খোদাতায়ালা এবং তাঁহার খাতিরেই নিজেদের উপস্থিত তরতাজা জীবন এবং ইহার যাবতীয় সামগ্রীকে যাহারা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। এরূপ লোকেরা যখন খোদাতায়ালাকে পায় তখন তাহাদিগকে কেবল পরকালের জান্নাতের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না বরং খোদাতায়ালাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এই দুনিয়াও পাইতে শুরু করিয়া দেয়। সুতরাং কুরআন করীম বলে যে, এই ধরণের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে

আমরা ওয়াদা তো করিয়া থাকি এই যে মৃত্যুর অনেক পরে আমরা তাহাদিগকে (পুরস্কার) প্রদান করিব কিন্তু যখন তাহাদের অন্তরে নির্মলতা ও নিষ্কলুষ পবিত্রতা এবং নিষ্কণ্টক স্বচ্ছতা দেখিতে পাই, যখন তাহাদিগকে প্রতিটি কুরবানীর জন্য এরূপে প্রস্তুত দেখিতে পাই যে খোদার খাতিরে তাহারা সব কিছুই বিলাইয়া দিতে উদ্যত ও তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা ইহজগতেও সেই জান্নাত তাহাদিগকে দান করিয়া দেই, যাহার ওয়াদা তাহাদিগকে দেওয়া হইত। সুতরাং ফেরেশতারা নাজেল হইয়া তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করেন যে ঃ—

وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون (حم السجدة ٣١)

—'যে জান্নাতের ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হইয়াছিল যাহা তোমরা মৃত্যুর পরে লাভ করিবে (বলিয়া হয়ত মনে করিয়াছিলে) আল্লাহতায়ালা এখন আর সেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিবেন না বরং তিনি ইহকালেই সেই জান্নাত দেওয়ার ফয়সালা করিয়াছেন। সুতরাং এই জগতের বুকে যে জান্নাত দান করা হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে হইয়া থাকে অন্তরের স্বস্তি ও প্রশান্তিরূপ জান্নাত, উহা হইয়া থাকে খোদাকে লাভ করার এক অনবদ্য আস্বাদ এবং উহাই বস্তুতঃপক্ষে আসল জান্নাত। উহা ব্যতীত এই জগতে (জাগতিক রিয্‌করূপ) জান্নাতও তাহাদিগকে দান করা হয়। ইহাও আল্লাহ-তায়ালার এক তকদীর!

সুতরাং (এপর্যায়ে) এই সকল লোক আবার দুই প্রকার আচরণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। খোদাতায়ালাকে পাওয়ার যে জান্নাত, উহাতেই তাহারা রাজী ও পরিতুষ্ট হইয়া থাকে এবং যে দুনিয়া ও ইহার পার্থিব সুখ-সম্পদ তাহাদিগকে দান করা হয় উহাতে আর তাহাদের উদ্বেগ-অভিলাষ থাকে না। সেজন্য উহা তাহারা দুনিয়াকে আবার অধিকতর দান করিতে উদ্যত ও তৎপর হইয়া পড়ে এবং জগদ্বাসীর মধ্যে তাহা বিলাইতে লাগিয়া যায়। আর নিজেরা তাহারা খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহরাজীতেই সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকে। সুতরাং কুরআন করীমও উহার শুরুতেই উক্ত মজমুনটি উল্লেখিত তরতীবে বর্ণনা করিতেছেঃ

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقناهم ينفقون ○
(البقرة : ٤)

অর্থাৎ, ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা হেদায়াত-প্রাপ্ত, যাহারা খোদাতায়ালাকে পাইয়া থাকে তাহাদের তিনটি মাঞ্জিল রহিয়াছে ঃ গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়াবলীর) উপর ঈমান আনয়ন ব্যতিরেকে তাহাদিগকে উপস্থিত কোন কিছুই প্রদানে ভূষিত করা হয় না। ইহার পর তাহারা দুইটি জান্নাত লাভ করে ঃ একটি হইল ইবাদতের জান্নাত এবং অপরটি হইল রিয্‌ক সুলভ জান্নাত। ইবাদতরূপী জান্নাতে তো তাহারা আত্মমগ্ন থাকে। আর রিয্‌কের ক্ষেত্রে তাহাদের আচরণ হইয়া থাকে এই যে—ومما رزقناهم ينفقون—যাহা কিছুই তাহারা পাইয়া থাকে (বা উপার্জন করিয়া থাকে) উহার সবটা নিজেদের জন্য রাখিয়া দেয় না বরং বড়ই উদার চিত্তে উহা হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার পথে ব্যয় করিতে থাকে। এবং (তাহাদের এই আর্থিক কুরবানী) এক অবিচ্ছেদ্য চলমান ধারাবাহিক শৃঙ্খল রূপে বিরাজ করে। আল্লাহ্‌তায়ালাও তাহাদিগকে রিয্‌কদানে কখনও হাত গুটান না এবং তাহারাও ইহা ভয় করিয়া যে এই রিয্‌ক ফুরাইয়া যাইতে পারে—খোদাতায়ালার পথে অর্থ ব্যয়ে কখনও ক্ষান্ত হয় না।

সুতরাং ইহা সেই ভাণ্ডার, যাহা হেদায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে দান করা হয় এবং এই পাথেয় সঙ্গে লইয়া তাহারা দুনিয়াকে জয় করার উদ্দেশ্যে বাহির হয়।

সুতরাং যদি আপনারা প্রাচ্যকে জয় করিতে চান তাহা হইলে প্রথমে আপনারা নিজেরা অপরিহার্যরূপে আল্লাহ্‌তায়ালার হইয়া যান। যাহারা খোদাতায়ালার হইয়া যায় তাহাদিগকে তিনি অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করেন। তাহারা অধিক জ্ঞানের অধিকারী না হইলেও, অধিক লম্বা-চওড়া দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনে তাহাদের সক্ষমতা না থাকিলেও তাহাদের ক্ষুদ্র একটি কথাতেও আল্লাহতায়ালা অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করিয়া দেন। তারপর, তাহাদের আর এই অভিযোগ থাকে না যে, 'আমরা তো অনেক তবলীগ করিয়া থাকি, আমাদের কথা কেহ শোনে না।' তাহারা তো অল্প-স্বল্প তবলীগ করিলেও মানুষ শুনিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহারা ঘটনাচক্রে বীজ নিক্ষেপ করিলেও আল্লাহতায়ালা উহাতে বরকত দান করেন এবং সেই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হইতে শুরু হইয়া যায়। ইহাই হইল তবলীগের সেই সাফল্য পূর্ণ পন্থা যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নবীদিগকে শিখাইয়াছিলেন এবং যে পথে চলিয়া তাঁহারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে এই পথ ছাড়া সাফল্য লাভের অন্য কোন পথ নাই।

সুতরাং প্রাচ্যকেও সহজেই জয় করা যায়, যদিও বিপদাবলীর যত বৃহৎ পর্বতমালাই আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থকুক না কেন, যদিও আপনাদের মোকাবেলায় সংখ্যা এবং শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়া যত বিরাট জাতিসমূহ পরিদৃষ্ট হউক না কেন—যেন হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি দাঁড়াইয়া আছে! সীমাহীন উচ্চতাসমূহের অধিকারী সর্বোচ্চ মহান আল্লাহ্‌র সহিত যদি আপনারা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নেন, তাহা হইলে হিমালয়ের চূড়াসমূহ পিপীলিকার তৈরী গৃহাবলীর চাইতেও অধিকতর ক্ষুদ্র ও নীচু বলিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কালামের বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ মহানত্বই উদ্দীপিত হইতে লক্ষ্য করা যায়। তখন এমনই মনে হয় যেন খোদাতায়ালা তাঁহার ধমনীতে সঞ্চলিত হইয়া চলিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন :

جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار

(—"যিনি খোদার, তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন ও চ্যালেঞ্জ করা ভাল কাজ নয়। হে দুর্বল ও হেয় শৃগাল! সিংহের গায়ে হাত দিও না।" —অনুবাদক)

সেজন্য আপনারা খোদাতায়ালার সিংহে পরিণত হউন এবং সেই শক্তি আহরণ করুন যাহা আহরণের পর দুনিয়ার শক্তিবর্গ কখনও আপনাদের গায়ে হাত তোলিবার সামর্থ্য বা সুযোগ লাভ করিতে পারে এমন কখনও হইতে পারে না। আপনারা যে কোন দেশের অধিবাসী হউন না কেন আপনারা দেখিতে পারিবেন যে খোদাতায়ালা আপনাদিগকে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করিবেন। এবং ইহাও অবলোকন করিবেন যে, খোদাতায়ালা আপনাদের দুশমনদের দুশমন হইয়া যান এবং আপনাদের বন্ধুদের বন্ধু হইয়া যান। হযরত মুসা (আঃ)-এর মধ্যে তো ফেরয়াওনের মাথা নীচু করাইয়া দেওয়ার মত শক্তি ছিল না। কিন্তু মুসা (আঃ)-এর খোদার মধ্যে সেই শক্তি ছিল এবং তিনি এরূপ শান ও প্রতাপের সহিত ফেরয়াওনের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন যে আজ অবধি ইতিহাসে সে এক শিক্ষার বস্তু ও

হোশিয়ারী সংকেতে পরিণত হইয়া থাকিয়া যায়। হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের মধ্যে তো কৈসর ও কিসরার বিশাল রাজত্বগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করার শক্তি ছিল না। তাঁহাকে তো কিসরা (ইরাণের শাহান্‌শাহ) এত দুর্বল বলিয়া দেখিতে পাইতেছিল এবং তাঁহাকে এত তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল যে সে তাহার সাধারণ একজন গভর্ণরকে আদেশ দিয়াছিল যে, একজন সিপাহী পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ডাকিয়া আনা করাও এবং তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেল। এ্যামেনের গভর্ণরের সংবাদ-বাহক—যে কৈসরের প্রতিনিধি ছিল, যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল তখন সে একাই ছিল তাহার নিকট কোন অস্ত্রও ছিল না এবং এইভাবে প্রকৃতপক্ষে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে (নায়ুযুবিল্লাহ) অপমান করারই চেষ্টা করা হইয়াছিল এই বলিয়া যে 'তোমার নিকট আমাদের কোন অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত সিপাহী পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, তুমি সংবাদ পাওয়ার পর অনিবার্যরূপে তোমাকে হাজির হইতে হইবে।' সুতরাং দূত আসিয়া এপয়গামই দিল যে, আমাদের শাহান্‌শাহে-আলম কিসরা আমাদের গভর্ণরকে আপনাকে ডাকাইয়া আনার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সেজন্য আমি এই পয়গাম পৌঁছাইতে আসিয়াছি যে আপনি তাঁহার দরবারে হাজির হইয়া যান। তিনি ফরমাইলেন, ''তোমরা তোমাদের শাহান্‌শাহের হুকুমের বাধ্য, আমি আমার শাহান্‌শাহের হুকুমের বাধ্য, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহতায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া লই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না।' সুতরাং রাত্রিতে তিনি খোদাতায়ালার হুজুরে দোওয়া করিলেন। আমরা জানি না, সেই দোওয়া কি ছিল এবং (খোদার দরবারে) উহা কিরূপ গিরিয়াযারী ও কান্না-কাটি ছিল। কিন্তু ভোরবেলায় মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম সেই দূতকে যে উত্তর দান করিয়াছিলেন তাহা ছিল এই যে 'যাও, সেই গভর্ণরকে গিয়া বলিয়া দাও যে আজ রাত্রিতে আমার খোদা তোমাদের খোদাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন।' সুতরাং এই উত্তরটি লইয়া যখন সে ফিরিয়া যায় তখন এ্যামেনে অল্প দিন পরেই শাহান্‌শাহ কিসরার পক্ষ হইতে দূত আসিল এবং সেই অন্তর্বর্তী সময়ে সাবেক কিসরার পুত্র নতুন কিসরারূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল এবং সে ঐ দূতের দ্বারা পয়গাম পাঠাইল, 'আমরা আমাদের পিতার জুলুম-অত্যাচার এবং অনাচারের জন্য কতল করিয়া দিয়াছি এবং এখন আমাকে শাহান্‌শাহ বানানো হইয়াছে।' সুতরাং খোদাতায়ালা যখন কাহাকেও নিপাত করার ফয়সালা করেন, তখন উহাতে এই শিক্ষনীয় বিষয়টিও নিহিত থাকে যে, সেই নিপাত ও ধ্বংসের ঘটনায় এক অসাধারণ অপমানকর জিল্লতিও বিদ্যমান দেখা যায়।

এই যুগে আল্লহতায়ালা জামাত আহমদীকেও স্বর্গীয় সাহায্য এবং স্বীয় প্রীতির অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিয়াছেন। সেজন্য আপনাদের পক্ষে উক্ত গায়েবের উপর ঈমান আনা মোটেও কঠিন নয়। সেই গায়েব অসংখ্যবার 'হাজিরে' পরিণত হইয়াছে। শুধু এইটুকুর প্রয়োজন যে, নিজেদের দেল ও অন্তরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করুন, তাঁহাকে আপনাদের

অন্তরে 'হাজির' হওয়ার জন্য আবেদন-নিবেদন করুন, আমন্ত্রণ করুন, যেমন কোন বড়লোককে আমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তিনি এমন এক মহান সত্তা যিনি তাঁহার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সত্ত্বেও তুচ্ছাতিতুচ্ছ অন্তঃকরণেও অবতরণের জন্য সদা প্রস্তুত রহিয়াছেন। সেজন্য মানুষের পক্ষে তাহার এ ধরণের কোন বিনয় ও অমায়িক ভাবানুভূতি এই পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে না যে সেই মহামহীয়ান সত্তাকে আমার কাছে আসিতে কিরূপেই বা আমি আমন্ত্রণ করিতে পারি, যিনি আমার মোকাবিলায় এত মাহাত্ম্য ও মহিমার অধিকারী যে তাঁহার ও আমার মধ্যে কোন তুলনার লেশমাত্র অবকাশ নাই। এবিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, অন্তরের মহত্ব বলিতে প্রকৃত পক্ষে অন্তরের সাহস-উদ্যম এবং অন্তরের সুপ্রশস্ততা ও উদারতার মহত্বকেই বুঝায়। সুতরাং আল্লাহতায়ালার মহত্বের প্রকৃত শান ও স্বরূপ এই যে, তিনি সকল শক্তির ও ক্ষমতার উৎস হওয়া সত্বেও তাঁহার উদারতা ও মহানুভবতা এত ব্যাপক ও বিশাল যে তিনি বলেন : وسعت رحمتی کل شیء

—"আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত ও বেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমার রহমত, আমার দয়া ও করুণা আমার সকল মহত্ব ও মহিমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" সুতরাং সেই খোদাতায়ালাকে আপনাদের আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে, যিনি নিজে ঘোষণা করিয়াছেন : وسعت رحمتی کل شیء

তিনি তো আপনার নিকট আসার জন্য আপনার চাইতেও অধিক তৎপর। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাঁহার রব্বকে নিজের নিকট আহ্বান ও আমন্ত্রণ করার বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা কত প্রীতি-ভরা মধুর ভাষায় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন : "বান্দা যখন খোদাতায়ালার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, খোদাতায়ালা তখন কয়েক কদম তাহার দিকে আগাইয়া আসেন এবং যখন বান্দা পদ বিক্ষেপে তাঁহার দিকে আগাইয়া যায়, তখন তিনি দৌড়াইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসেন।" সুতরাং উক্ত মজমুনটি প্রকৃতপক্ষে "ওয়াসেয়াৎ রাহ্‌মতি কল্লা শাইয়িন" সম্বলিত মজমুনেরই প্রকারান্তর; উহারই ব্যাখ্যা ও তফসীর করিয়াছেন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

সুতরাং এখন এই সমগ্র মজমুনটি বুঝিয়া লওয়ার পর কোন আহ্‌মদীর পক্ষে তবলীগ হইতে বিরত থাকার বা নিজেকে দুর্বল অথবা সল্পজ্ঞানী ভাবার মত আর কোন ওজর-আপত্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যায় না। প্রথম ও প্রধান শর্ত এই যে, সে যেন খোদার হইয়া যায়, বাদবাকি শর্তসমূহ খোদাতায়ালা দেখিবেন, সেগুলি কিরূপে পূরণ করিতে হইবে। সময় অতি দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে এবং আমরা আমাদের কাজে অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছি। সেজন্য আমি ভিষণ চিন্তা মগ্ন হইয়া এই সফরে বাহির হইয়াছি এবং এই দোওয়া করিয়া রওয়ানা হইয়াছি যে, "হে খোদা! তুমি নিজে তোমার ফজলের দ্বারা আমার কথায় শক্তি সঞ্চার কর।" আমি এই দোওয়া করিয়াছি যে, "হে খোদাতায়ালা! তুমি আমার আওয়াজকে প্রতিটি আহমদীর আওয়াজে পরিণত

কর, এবং হে খোদাতায়ালা! আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন প্রত্যেক আহমদীকে দান কর এবং প্রতিটি বক্ষে তোমার দ্বীনের খেদমতের আগুন জ্বলাইয়া দাও। প্রত্যেক আহমদী যেন সকল দিক হইতে সকলকে ঐ আলোর দিকে আহ্বান করে, যাহা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহর (সাঃ)-এর আলো. এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া উহার দিকে চঞ্চল মতিতে ছুটিয়া চলে এবং উড়িয়া সেখানে পৌঁছে এবং উহারা যে জ্বলিয়া যাইবে, ইহার কোন পরোয়া করে না ঠিক তেমনি ধারায় দুনিয়া যেন মহব্বতের তাড়নায় বাধ্য হইয়া স্বতস্ফূর্ত ভাবে এই আলোকবর্তিকার দিকে ধাবিত হয়। খোদা করুন যেন এইরূপ হয়। আমি আপনাদিগকে সপ্রত্যয়ে নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে—

"যে তুঁ মেরা হো রেহেঁ সব্ জগ্ তেরা হো"—ইহা খোদাতায়ালার কালাম এবং আপনারা যদি ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহাকে সদা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে দেখিতে পাইবেন।"

(দৈনিক আল-ফজল, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৩

সংবাদ

"দ্বাদশ বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত"

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, দোওয়া ও জিকরে-এলাহীর মনোরম রুহানী পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৩ বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দ্বাদশ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী এ ইজতেমার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত খোদ্দাম ও আতফালের উদ্দেশ্যে ইজতেমার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান। তিনি হুজুরের তাহরিক মোতাবেক সকলকে তবলীগে অংশ গ্রহণ করতেও উপদেশ দান করেন।

এর পূর্বে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ মজলিসের মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ জনাব হাবীবউল্লাহ সাহেব আহাদ পাঠ করান এবং ইজতেমা উপলক্ষে মরকজ থেকে প্রেরিত মোহতারম সদর সাহেবের পয়গাম পড়ে শুনান। পয়গামে মোহতারম সদর সাহেব বাংলাদেশের সকল খোদ্দাম ও আতফালদেরকে বা-জামাত নামাজ আদায় করতে এবং কর্মকর্তাদেরকে উত্তম নমুনা পেশ করতে বলেন। হুজুর (আইঃ)-এর তাহরীক মোতাবেক সকলকে দোয়ার সাথে তবলীগ করতে বলেন। মরকজের ইজতেমা ও হুজুর আকদাসের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য দোওয়া করতেও পয়গামে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মজলিস পয়গামটি ছাপিয়ে সকল খোদ্দাম ও আতফালদের মধ্যে বিতরণ করে।

এবারের ইজতেমার বৈশিষ্ট হচ্ছে :—ইজতেমার পূর্বদিনই দেশের বিভিন্ন জিলা থেকে প্রায় শতাধিক খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত হন, ৬০টি মজলিসের মধ্যে ৪২টি মজলিস থেকে ৩৭৮ জন খোদ্দাম এবং ৩৫টি আতফালের মজলিস থেকে ২৫টি মজলিসের ১২৯ জন আতফাল মোট ৫০৭ জন এতে যোগদান করেন। এছাড়া বেশকিছু আনসার সাহেবানও উপস্থিত হয়েছেন। এসংখ্যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশী। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১৩৪ জন খোদ্দাম এবং ৭০ জন আতফাল। ইজতেমার প্রথম দিনে সান্ধ্য অধিবেশনে বাংলাদেশ মজলিসের সাবেক নায়েম জনাব বোরহানুল হকের ব্যবস্থপনায় হজ্বের উপর এক বিশেষ ফিল্ম-শো প্রদর্শিত হয় যাহা ইজতেমার অনুষ্ঠানসূচীকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ইজতেমায় আগত বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবগণ তাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। ইজতেমার শৃংখলা ও স্থান সংকুলানের জন্য এবার আতফালদের অনুষ্ঠান মসজিদের নিচ-তলায় হলরুমে ভিন্ন কর্মসুচী মোতাবেক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাত ন'ঘটিকায় মজলিসে শুরার অনুরূপ সাংগঠনিক আলোচনা সভা বসে। মোহ-

তারম ন্যাসনাল কায়েদ সাহেব সমগ্র বাংলাদেশে মজলিশী কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভাষণ দান করেন অতঃপর আগামীতে কিভাবে আরো ব্যাপক ভাবে এ কাজ এগিয়ে নেওয়া যায় সেজন্য প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত দুটি সাব কমিটি গঠন করা হয় এর একটি সাধারণ সাব-কমিটি অপরটি অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটি। প্রতিটিতে ১৫ জন করে সদস্য নিয়ে তাদেরকে সুচিন্তিত মতামত পেশ করতে বলেন। অতঃপর বিভিন্ন মজলিস হতে প্রেরিত প্রস্তাবগুলি সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি জনাব ফরিদ আহমদ পড়ে শুনান।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিন শনিবার ভোর-রাত ৪-টায় বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। অতঃপর তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ প্রতিযোগিতা দ্বীনিমালুমাতের ১ম পত্র এবং এবং দুপুরে খাওয়ার পর নামায যোহর ও আসর পড়া হয়। পরে দ্বীনিমালুমাতের ২য় পত্রের পরীক্ষা হয়। বিকাল ৪-৪৫ মিঃ প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা হয়। আতফালদেরও বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যায় নামায মাগরিব ও এশা জমা পড়ার পর বক্তৃতা প্রতিযোগীতা আরম্ভ হয়। এবারে প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণকারীদের মান পূর্বের চেয়ে উন্নীত হয়েছে। রাতের খাবারের পর সাধারণ সাব-কমিটি এবং অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটি তাদের নির্ধারিত আলোচনা সভায় বসেন। সাব-কমিটি-দ্বয় দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাদের আলোচনা অব্যাহত রাখেন। সাব-কমিটিদ্বয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাবাকারে সাধারণ আলোচনার জন্য প্রস্তাব তৈরী করেন।

ইজতেমার তৃতীয় দিন রবিবারেও ভোররাত ৪ ঘটিকায় বা-জামাত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানসুচী শুরু হয়। সকালে সাংগঠনিক আলোচনা হয়। প্রথমে সাধারণ সাব-কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল প্রস্তাবাবলী পড়ে শুনান। প্রস্তাবগুলির উপর সাধারণ আলোচনা এবং পরে ভোট গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলি কার্য্যকর করার জন্য গৃহীত হয়। সময়ের সল্পতার দরুন অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটি রিপোর্ট পেশ করতে পারেননি। ইজতেমার পর দিন উক্ত রিপোর্ট পেশের জন্য নির্ধারিত করা হয়। অতঃপর তরবিয়তী অধিবেশনে মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী, জনাব নাজমুল হক সাহেব, জনাব আমিরুল হক সাহেব, জনাব এ, কে, রেজাউল করিম সাহেব, সেক্রেটারী ফাইনান্স, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং সভাপতি জনাব ভিজির আলী সাহেব, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া নির্ধারিত বিষয়ের উপর অত্যন্ত মুল্যবান জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন।

উপস্থিত খোদ্দামদের মধ্যে উর্দু তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হয় এবং সকলের মধ্যে মসীহ মওউদ (আঃ) এর লেখ্য ভাষা উর্দু শিক্ষার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করে।

বিকালে তরবিয়তী অধিবেশনে তেলাওয়াতে কুরআনের পর "ইসলামী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণে "কুন ফাইয়া কুন"-এর তাৎপর্য-এর উপর মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব,

সদর মুরুব্বী, "কু আনফুছাকুম ওয়া আহলিকুম নারা"-জনাব মাজহারুল হক সাহেব, "ওয়াকফে জিন্দেগীর গুরুত্ব ও মাহাত্মের" উপর জনাব আঃ বাতেন এবং রুসুম ও রেওয়াজের বিরুদ্ধে জিহাদ-এর উপর মোহতারম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেব, নায়েবে আমীর-১ সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

বিকালে বিভাগীয় ভিত্তিতে ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমে খুলনা বিভাগ, রাজশাহী বিভাগকে ১০-১ পয়েন্টে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হন পরে চট্টগ্রাম বিভাগ ১০-৬ পয়েন্টে ঢাকা বিভাগকে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হন। ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার পর চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিস ১৫-১২ পয়েন্টে খুলনা বিভাগকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক খেলাটি উপভোগ করেন।

রবিবার সন্ধ্যার পর সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে জনাব আবুল খায়ের পবিত্র কোরআনের সুরা 'হা-মিম-সিজদা' থেকে পাঠ করেন, জনাব ইব্রাহীম খলিল 'ওয়ো পেশওয়া হামারা' নযম পাঠের পর তিফলদের মধ্যে বক্তৃতায় প্রথম আহসান খান চৌধুরী 'হামেশা সাচ বলুংগা-এর উপর বক্তৃতা দান করেন। মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব প্রথমে ইজতেমায় উপস্থিতির উপর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, চেষ্টা জারী রাখলে ভবিষ্যতেও ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে— ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহতায়ালার এ জামাতে তরককীই হতে থাকবে। তিনি তার ভাষণে আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (সাঃ)-এর পথে নিজেদের পেশ করতে বলেন। হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এযুগে মানুষের জন্য যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা অনুধাবন করতে খোদ্দাম ও আতফালদের পুণরায় স্মরণ করিয়া দেন। মোহতারম আমীর সাহেব 'দায়ী-ইলাল্লাহ' তাহরীককে প্রত্যেকে যেন প্রথম কাজ বলে মনে করেন এবং সে অনুপাতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব স্থানে উত্তম নমুনা পেশের মাধ্যমে তবলীগকে ছড়িয়ে দেন এবিষয়ে আহ্বান জানান।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণের পর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বিজয়ীদের নাম পড়ে শুনান জনাব নঈম তফভীজ। পরে বিজয়ী খোদ্দাম ও আতফালগণ মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। জনাব আহমদ এনামুল কবির, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব আহাদ পাঠ করানোর পর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করান।

সমাপ্তি অধিবেশনে বহু আনসার সাহেবান এবং লাজনা এমাউল্লাহর ভগ্নিগণ উপস্থিত থেকে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং দোয়ায় সামিল হয়েছেন, এজন্য সকলকে আল্লাহতায়ালা যাযায়ে খায়ের দান করুন।

ইজতেমার পরদিন মোট ২টি অধিবেশনে মজলিসের কায়েদ সাহেবান ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সাধারণ সাব-কমিটির বাকী প্রস্তাবগুলি পেশ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। পরে অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটি তাদের প্রস্তাবগুলি সাধারণ আলোচনায় পাঠ করে শুনান সাব-কমিটির কো-সেক্রেটারী জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার। এগুলিও বিশ্লেষনের পর সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে, সাধারণ সাব-কমিটির কনভেনর ছিলেন কুমিল্লা-সিলেট জেলার জেলা কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব এবং অর্থ বিষয়ক সাব-কমিটির কনভেনর ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট খাদেম জনাব ওমর রেজা আব্দুল্লাহ্ সাহেব, সেক্রেটারী ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন সাহেব

আগামীতেও আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম যাতে সর্বাংগীন কামীয়াবী হয় সেজন্য সকলের নিকট দোয়ার আরজ করছি।

মোহাম্মাদ আবদুল জলিল
ন্যাশনাল মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

সদর সাহেবের পয়গাম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রিয় খোদ্দাম ও আতফাল ভ্রাতাগণ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আপনাদের সালানা ইজতেমার সংবাদে আমি আনন্দিত হয়েছি। দুটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) নামায বা-জামাত আদয়ের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন। সকল খাদেম বিশেষভাবে কর্মকর্তাগণ উত্তম নমুনা দেখাবেন।

(খ) সকল খোদ্দাম উত্তম আদর্শ ও দোওয়া দ্বারা তবলীগ করবেন। এ কাজে সফলতা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়া জারী রাখবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হউন।

কেন্দ্রীয় ইজতেমার কামিয়াবী ও হুযরত আকদাসের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য দোওয়া করবেন।

খাকসার
মাহমুদ আহমদ
সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (মর্কজীয়া)
৪।১০।১৯৮৩ইং

পরম সাফল্যের সহিত দূরপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক সফর শেষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) মঙ্গলমত কেন্দ্রে ফিরিয়া আসেন : সফর সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ জুমার খেৎবা এবং মূল্যবান বক্তব্যসমূহ :

"আমি দেখিতেছি যে, খুব শীঘ্র দুনিয়া দলে দলে আহমদীয়তে দাখিল হইবে।" "উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং তাসবীহ, হামদ ও ইস্তেগফারকে নিত্য সঙ্গী ও চির অভ্যাসে পরিণত করুন।"—হুজুর (আইঃ)

রাবওয়া, ১৪ই ইখা | অক্টোবর : সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) পরম সাফল্যের সহিত দূর প্রাচ্যের চারিটি দেশ—সিঙ্গাপুর, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক সফর শেষে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে নিখিল বিশ্ব-জামাত-আহমদীয়ার মরকজ রাবওয়ায় মঙ্গলমত ফিরিয়া আসেন, আল-হামদুলিল্লাহ্ আলা যালেক। হুজুরের সঙ্গে কাফিলার অন্যান্য সকল সদস্যও আল্লাহর ফজলে মঙ্গলমত পেঁাছিয়াছেন।

হুজুর (আইঃ) পাঁচ সপ্তাহ স্থায়ী সফর সূচীর অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ দেশ কলোম্ব হইতে বিমান যোগে ১৩ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং তুপহর সাড়ে তিন ঘটিকায় করাচী বিমান বন্দরে পেঁাছিলে সেখানে অপেক্ষারত জামাতের অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সাড়িবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রিয় ইমামকে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলিয়া এবং পরম ভক্তিভরে হাত নাড়াইয়া প্রাণ ঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। করাচী হইতে পরবর্তী দিন সকাল ১০ ঘটিকায় বিমান যোগে হুজুর লাহোর পেঁাছেন। সেখানেও জামাতের অসংখ্য ভ্রাতা ও ভগ্নী এবং বালক-বালিকা বিমান-বন্দরে সমবেত হইয়া হুজুরকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

লাহোর পেঁাছিয়া হুজুর (আইঃ) আহ্বাবে জামাতের সহিত সংক্ষিপ্ত আলোচনাকালে তাঁহার এই সফর সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এরশাদ করেন। হুজুর বলেন, অষ্ট্রেলিয়া একটি অনেক বড় মহাদেশ যেখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত একটি জামাত আছে কিন্তু তাহাদের এরাদা ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা অনেক উচ্চ এবং তাহাদের মধ্যে বিপুল জোশ ও উদ্দীপনা বিদ্যমান আছে। ফিজি সম্পর্কে হুজুর বলেন ; সেখানে আমাদের আশাতীত বহুগুণ বেশী মুখলেস ও প্রাণবন্ত জামাত কায়েম আছে যাঁহারা আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছেন। সেখানে বিরাট সংখ্যক লোকের সহিত সম্পর্ক কায়েম হইয়াছে। সেখানকার জামাত বিস্ময়াত্মকরূপে তাহাদের

এখলাস ভরা সহযোগিতা পেশ করিয়াছেন এবং বিরাট কোরবানীর জন্য তাহারা প্রস্তুত ও তৎপর রহিয়াছেন। সেখানকার আহ্‌মদীরা ফিজিকে রুহানীভাবে খুব শীঘ্র জয় করিতে দৃঢ়সংকল্প পোষন করে। সেখানকার প্রেস সম্পর্কে হুজুর মন্তব্য করেন যে, পত্র-পত্রিকার আচরণ ও ভূমিকা আমাদের আশাতীত উত্তম ছিল। অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্মীয় বিষয়াবলীতে একজন শীর্ষস্থানীয় লেখক অত্যন্ত প্রভাবিত ও মুগ্ধ হন এবং তিনি সাংবাদিকদিগকে আমার নিকট পাঠান। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালাই সব কাজ চালাইতেছেন! নতুবা আমাদের অভাব-ত্রুটি আল্লাহতায়ালার ফজলের পাত্র হওয়ার অনোপযোগী। হুজুর বলেন, এই সফরকালে মোখালেফাতও হইয়াছে এবং তাহা খুব সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত ভাবেই হইয়াছে কিন্তু আল্লাহতায়ালা কল্পনাতীতরূপে এই সকল মোখালেফাতের ভিতর দিয়া সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

হুজুর বলেন, দুনিয়ায় নেকীর অন্বেষা রহিয়াছে। যেখানেই নেকী থাকিবে সেখানে ইহা গৃহীত হইবে। সেজন্য যেখানেই আহমদীরা বসবাস করিতেছেন তাহারা নিজেদের মধ্যে নেকী পয়দা করুন এবং দুনিয়াকে আহ্‌মদীয়তের দাও'য়াত দিন। শুধু নেকী অর্জন করাই যথেষ্ট নয় বরং নেকীর দাও'য়াত ও আহ্বানও জরুরী।

হুজুর বলেন, এই সফর কালীন বিভিন্ন স্থানে মানবহৃদয়ে অসাধারণ পরিবর্তন ঘটার কল্পনাতীত বহিঃপ্রকাশও পরিলক্ষিত হয়। চীনা বৌদ্ধদের মধ্য হইতে আজ পর্যন্ত কেহ আহমদী হয় নাই। তাহারাও অত্যন্ত প্রাভাবিত হইয়াছেন। একজন বৌদ্ধ তো এতই অভিভূত হইয়াছিলেন যে, বিদায়কালে যখন তিনি মুসাফা করিলেন তখন এতই আবেগা-প্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি (তাঁহার অশ্রুজলে) আমার হাত সিক্ত করিয়া দিলেন। এই কথা বলিতে যাইয়া হুজুর (আইঃ)-এর কণ্ঠও আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসে। হুজুর বলেন, এসবই আল্লাহ্‌তায়ালার কাজ, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন না ঘটান ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। হুজুর বলেন, এধরণের দুই | একটি নয় বরং অনেক দৃষ্টান্তই রহিয়াছে।

হুজুর বলেন, আজকাল দলিল-প্রমাণের অধিক প্রয়োজন নাই বরং ইহা বলার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, যদি তোমরা নিজেদের রব্বের দিকে ধাবিত না হও, তাহা হইলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। যদি সকল আহ্‌মদী নিষ্ঠার সহিত এই কাজ শুরু করিয়া দেন তাহা হইলে খুব শীঘ্র দৃশ্য-পট পরিবর্তিত হইতে পারে। আধ-ঘণ্টা স্থায়ী অলাপা-আলোচনা কালে হুজুর (আইঃ) এই কথাগুলি বলেন।

জুময়ার খোৎবা ঃ

হুজুর (আইঃ) দূরপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক সফর শেষে প্রথম জুময়ার নামাজ পড়ান এবং খোৎবা প্রদান করেন লাহোরের মসজিদ-আল-যিক্‌র-এ। হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর সুরা আল-নাস্‌রের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন। তার-পর উক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা পেশ করিয়া বলেন যে এই আয়াতগুলিতে আল্লাহতায়ালা

বলিতেছেন, যখন প্রতিশ্রুত বিজয় আসিয়া যায় এবং মানুষ দলে দলে সমাগত সত্য কবুল করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় তখন তোমরা আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ করিবে এবং এস্তেগফার করিবে। ইহা এজন্য জরুরী যাহাতে তোমরা সেই বিজয়কে কায়েম ও স্থিতিশীল রাখিতে পার এবং লব্ধ বিজয়ের দ্বারা উপকৃত হইতে পার।

হুজুর বলেন, আমি এরূপ লক্ষণ ও পূর্বাভাসসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ইনশাআল্লাহ অতি শীঘ্র মানুষ দলে দলে আহমদীয়তের আওতাভুক্ত হইবে। দূরপ্রাচ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা নবতর বিজয়ের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছেন। হুজুর বলেন, বিজয় তো অবশ্য-অবশ্যই আসিবে। আপনারা (—সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী) ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, তসবীহ ও তাহ্‌মীদের দ্বারা নিজেদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি দূর করুন। আল্লাহতায়ালার হামদ ও শপ্রংসা-গীত গাহিতে থাকুন।

হুজুর এই প্রসংগে আল্লাহতায়ালার চারিটি সিফাত—রাব্বুল আলামীন, রহমান, রহীম ও মালেকে ইওমিদ্‌-দীন এর বিশদ তত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করেন এবং এই গুণগুলি নিজেদের মধ্যে জারী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করিতে গিয়া বলেন যে, আমি অবলোকন করিতেছি যে আল্লাহতায়ালা তাঁহার মালেকিয়ত গুণের জলওয়াসমূহ প্রদর্শনে উদ্যত। আপনাদের জন্য মোবারক হউক, খোদাতায়ালা স্বীয় কৃপা বর্ষণ করিতেছেন, আহমদীদের কুরবানীসমূহ কবুল করিতেছেন। কেননা, আল্লাহতায়ালা দেখিতেছেন যে, প্রতিটি আহমদী তাহার সবকিছুই কোরবান করিয়া দিতে প্রস্তুত।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার খোৎবায় ফিজি সফরকালীন আল্লাহতায়ালার কতকগুলি রহমত ও ফজলের ঈমানবর্ধক জলওয়া সম্বলিত ঘটনা শোনান এবং বলেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহার ফজল ও করমে বহু পথ খুলিয়া দিতেছেন। এই সফরের ফলশ্রুতিতে আহমদীয়তের এক অতি সুন্দর ও গভীর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানকার আহমদীদের জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, এযাবৎ যাহা হইবার হইয়াছে, আমরা নিজেরা এখন হইতে প্রত্যেকেই মোবাল্লেগ সুলভ জীবন যাপন করিব।

হুজুর বলেন, এই সফরকালীন কয়েকদিনেই যেন বহু বৎসরের ঘটনাবলী pack হইয়া গিয়াছে। হুজুর (আইঃ) আল্লাহতায়ালার অগাধ ফজল ও অফুরন্ত কৃপার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, এই সফর কালে আল্লাহতায়ালা এত ফজল নাজেল করিয়াছেন যে আমার হৃদয় ও বক্ষ তাঁহার হাম্‌দ ও প্রশংসায় ভরিয়া উথলাইয়া উঠিয়াছে। আপনারাও তাসবীহ ও তাহ্‌মীদের দ্বারা নিজেদের হৃদয় ও বক্ষ ভরিয়া নিন। হাম্‌দ করুন, এস্তেগফার করুন। পূর্ণ আত্মনিবেশে নিজেদের রব্বের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত হউন। তারপর দেখুন, তিনি কিরূপ শান ও মর্যাদায় বিজয় দান করেন। জান্নাত প্রকৃতপক্ষে উহাই, যাহা প্রথমে আপনাদের নিজেদের অন্তরে কায়েম হয়। ইহা সেই জান্নাত যদ্দারা সকল দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার সামর্থ্য ও সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

(আল-ফজল ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**, সদর মুরুব্বী।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর
জরুরী সার্কুলার

বাংলাদেশ মজসিসে আনসারুল্লাহ্-এর সকল স্থানীয় মজলিসের জয়ীম-আলা সাহেবানের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, এখন হইতে মজলিসে আনসারুল্লাহর চাঁদা ঢাকা-কেন্দ্রে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করিবেন।

(১) ডিমাণ্ড ড্রাফট (Demand Draft)-এর মাধ্যমে চাঁদার টাকা পাঠাইবেন। উক্ত ড্রাফট "বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ"-এর অনুকুলে হইতে হইবে। যেখানে ডিমাণ্ড ড্রাফট পাঠাইবার সুবিধা নাই সেই সমস্ত মজলিস মনি-অর্ডার যোগে নিম্ন ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন ঃ—জনাব মোতামাদ মাল, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১১।

চাঁদা পাঠাইবার সময় বিশেষ ভাবে নজর রাখিতে হইবে যে, প্রেরিত চাঁদার রশিদ কি কি খাতে কাটিতে হইবে। উহার বিস্তারিত বিবরণ সংগে পাঠাইতে হইবে।

বাজেট সংক্রান্ত ঃ

(২) যে সমস্ত মজলিস এখন পর্য্যন্ত বাজেট পাঠান নাই। তাহাদিগকে বাজেট ও আদায়কৃত চাঁদা যত শিঘ্র সম্ভব ঢাকা-কেন্দ্রে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। কারণ বৎসর শেষ হওয়ার মাত্র ২ মাস বাকি আছে।

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
মোতামাদ মাল
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১১

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, বাঘাবড়ী জামাতে আহমদীয়ার প্রবীন মোখলেস আহমদী জনাব ইমান আলী সাহেব ২০ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিনগত রাত্রে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুম উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৬৫ বৎসর। —**মোঃ আবদুল কুদ্দুস**

শুভ বিবাহ

বিগত ৭-১০-৮৩ইং | ২৯শে জেলহজ্ব রোজ শুক্রবার তারিখে কুমিল্লা জেলার বি-বাড়ীয়া থানার বাসুদেব নিবাসী মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঞা, তহশীলদার সাহেবের ২য় কন্যা বেগম খায়রুন্নেছার সহিত ময়মনসিংহ জেলা হোসেনরপু থানার ধনকুড়া নিবাসী মোঃ নিঞা হোসেন সাহেবের ২য় পুত্র মোঃ গোলাম মস্তফার শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদে মোবারকে সুসম্পন্ন হয়। উভয়ের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়া প্রার্থী। বিনীতা—**বেগম মাশহুদা খাতুন** (বাসুদেব-কুমিল্লা)

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar